দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ২ ৯ OCT 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

সন্ত্রাসীদের বোমায় ১ জন নিহত হওয়ার জের

রংপুর মেডিকেল ছাত্রাবাসের শতাধিক কক্ষে অগ্নিসংযোগ ॥ আহত ৬৫

রংপুর সংবাদদাতা ॥ সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় গতকাল (শনিবার) জমশেদ আলী নামের একজন নিহত হয়। এই ঘটনার পর এলাকার কয়েক হাজার বিক্ষুব্ধ মানুষ রংপুর মেডিকেল কলেজের দুইটি ছাত্রাবাসের ১১৬টি কক্ষে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। ইহাতে জিয়া ছাত্রাবাস আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ ও বিডিআর কয়েক রাউন্ড গুলী বর্ষণ, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠি-চার্জ করে। এই ঘটনায় একজন ম্যাজিস্ট্রেটসহ ৬৫ জন ছাত্র আহত হয়। ইহার মধ্যে ৮ জনের অবস্থা গুরুতর। তাহাদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। প্রকাশ, গতকাল সকাল সাড়ে ৯টায় ধাপ পুলিশ ফাঁড়ির সামনে কতিপয় সন্ত্রাসী গলির ভিতর দিয়া গিয়া একটি শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করে। বোমার বিস্ফোরণে জমশেদ আলীর দেহ হইতে দুই হাত বিচ্ছিন্ন এবং দেহের বিভিন্ন স্থানের মাংস ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। বোমার বিকট শব্দে পথচারী ও আশপাশের মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটিয়া যায় এবং সন্ত্রাসীদের সন্ধান করে। রংপুর শহরে এই ঘটনার খবর ছড়াইয়া পড়িলে রংপুরবাসী ধাপ এলাকায় ছুটিয়া যায়। এই সময় একটি গুজব ছড়াইয়া পড়ে যে, জনতা ধাপ পুলিশ ফাঁড়ি অবরোধ করিবে। ফলে বহু পুলিশ ফাঁড়ির চারিদিকে মোতায়েন করা হয়। (১১শ পৃঃ দ্রঃ)

রংপুর মেডিকেল

(১ম পৃঃ পর)

দিনাজপুর এবং বগুড়া হইতেও পুলিশ রংপুরে আনা হয়। এদিকে দুপুর দেড়টার দিকে ছাত্র সংসদের ভিপি ছাত্রদল নেতা এবং তাহার দলবল এই হামলা করিয়াছে বলিয়া উপস্থিত লোকজন বলাবলি করিলে মানুষ আরো বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। সংঘবদ্ধ কয়েক হাজার মানুষ মেডিক্যাল কলেজের মুক্তা ও পিন্নু ছাত্রাবাসে হামলা চালাইয়া ভাংচুর, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় ছাত্ররা হল হইতে পালাইয়া যাইবার সময় বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হয়। ফলে এখানে ৩০ জন ছাত্র কমবেশী আহত হয়। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য প্রথমে পুলিশ ও পরে বিডিআর ঘটনস্থলে আসিয়া কয়েক রাউণ্ড গুলি, রাবার বুলেট ও ৩০টি টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এ সময় উত্তেজিত জনতার সাথে পুলিশ ও বিডিআর জওয়ানদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট সৌমেন্দ্র নাথচক্রবর্তী এবং ৪ জন পুলিশসহ আরো ৩০ ব্যক্তি আহত হয়।

এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ (রবিবার) শহরে পূর্ণদিবস হরতাল আহ্বান করা হইয়াছে। বর্তমানে শহরে চরম উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে।

এ ব্যাপারে রংপুর ডিসি ও এসপি'র সহিত টেলিফোনে যোগাযোগ করিয়া তাহাদের পাওয়া যায় নাই। পরে নিহত ব্যক্তির লাশ ময়না তদন্তের পর রাতে পাবলিক লাইব্রেরী মাঠে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে মৌন মিছিল সহকারে লাশ গোরস্থানে দাফন করা হয়।